ভোরের কাগজ

FEB 2001

পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

মাদ্রাসাটি শায়খুল হাদিসের ক্যাডার বাহিনীর ঘাঁটি

সাধারণ ছাত্রদের জন্য মিছিল বাধ্যতামূলক, কথা না শুনলেই অত্যাচার

কাগজ প্রতিবেদক : মাত্র এক বছর আগে মোহাম্মদপুরের জামিয়া মোহাম্মদিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসায় আস্তানা গেড়ে শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক মাদ্রাসার ছাত্র এবং বহিরাগতদের দিয়ে শতাধিক সদস্যের এক ক্যাডারবাহিনী গড়ে তোলে। এই ক্যাডার বাহিনীর নির্দেশেই চলতে হতো মাদ্রাসার প্রায় ১ হাজার ছাত্রকে। গতকাল পুলিশ হত্যার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তারকৃত মাদ্রাসার এক ছাত্র পুলিশকে এ তথ্য দিয়েছে।

খলিলুর রহমান নামে ঐ ছাত্র জানায়, সাতমসজিদ রোডের জামিয়া রহমানিয়া আরাবিয়া বাংলাদেশ নামের একটি মাদ্রাসা থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর শায়খুল হাদিস এই মাদ্রাসায় আস্তানা গড়ে। মোহাম্মদিয়া হাউজিং-এর ৩ নম্বর রোডের মাদ্রাসা শাখায় সে তার কার্যালয় গড়ে তোলে। এখান থেকেই সে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতো। তার ক্যাডারবাহিনী প্রত্যক্ষভাবে মাদ্রাসার নিরীহ ছাত্রদের বিভিন্নভাবে নির্যাতন করতো। মিছিল মিটিং-এ যেতে বাধ্য করতো। তার নির্দেশ না শুনলে না খাইয়ে রাখা ছাড়াও কখনো কখনো গাছের সঙ্গে হাত পিছমোড়া করে বেঁধে রাখা হতো। ক্যাডারদের কাছে পা ধরে মাফ চাওয়া না পর্যন্ত এই নির্যাতন থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যেতো না। তবে এই মাদ্রাসায় অধিকাংশ অসহায় এতিম ছাত্র হওয়ায় ক্যাডারদের

● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

মাদ্রাসাটি শায়খুল

● প্রথম পাতার পর

... নির্দেশ মানা ছাড়া কোনো উপায় থাকতো না। ঐ ছাত্র জানায়, সপ্তাহের বিশেষ একটি দিনে শায়খুল হাদিস এখানে এসে অপরিচিত লোকদের নিয়ে গোপন বৈঠক করতেন। এই মাদ্রাসায় গত রমজান মাসের এক ইফতারি অনুষ্ঠানে বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া এখানে এসেছিলেন বলে স্থানীয় একটি সূত্র বলেছে। সূত্র জানায়, এই মাদ্রাসা ছাড়াও শিয়া মসজিদের কাছে আরেকটি মাদ্রাসা আছে। এখানেও শায়খুল হাদিস যেতো এবং হরতালের আগের দিন এখানে গিয়ে হরতাল পালন করার জন্য ছাত্রদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে এসেছে। এক প্রশ্নের জবাবে ঐ মাদ্রাসার এক ছাত্র জানায়, মাদ্রাসার পাশে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির বাড়ি রয়েছে। এই ব্যক্তি ঐসব মাদ্রাসার বড়ো অর্থ জোগানদাতা।